15 MAR 1992

তারিখ 17 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 7

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকাঃ রবিবার, ১ চৈত্র, ১৩৯৮; ১৫ মার্চ, ১৯৯২

34

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত শুক্রবার দু'টি ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রধারীদের মধ্যে সাম্প্রতিককালের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ গোলাগুলী বিনিময় হয়। গুলী বিনিময়ে এক পর্যায়ে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিলে অংশগ্রহণকারী একজন ছাত্র নেতাসহ ১০/১২ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর উক্ত ছাত্রনেতাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেকজন ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক। ঘটনার দিন সন্ধ্যা পৌণে ছয়টায় টিএসসি'র স্বাভাবিক পরিবেশে হঠাৎ করে দু'টি ছাত্র গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলী শুরু হলে বিভিন্ন নাট্য সংগঠনের কয়েকশ' কর্মীসহ প্রায় কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ভয়াবহ আতংক সৃষ্টি হয়। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, পুলিশের অবস্থানের মাত্র কয়েক হাত দূরে এই গোলাগুলী চলছিল। অবশ্য এক পর্যায়ে এসে পুলিশ টিএসসি'র সামনে উপর্যুপরি কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। টিএসসি'র ভেতরেও গ্যাস নিক্ষেপ করে। অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভয়াবহ আতংক নেমে আসে।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে লেখালেখির আর বিশেষ কিছু বাকি আছে বলে মনে হয় না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই নিয়ে সভা-সমাবেশ, মিছিল-শ্লোগান, লেখালেখি হয়েছে। ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যাপারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শিক্ষকগণ, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ, সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা বৈঠকে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যখন তখন গোলাগুলী চলবে— সন্ত্রাস চলবে— এরকম দাবী এ যাবত কেউ করেনি। কাজেই, বলতেই হয়, এরপরও ক্যাম্পাসে মাঝে-মধ্যেই হঠাৎ করে গোলাগুলী শুরু হয়ে যায়— সন্ত্রাস ছেঁকে ধরে গোটা পরিবেশকে— তার কারণ হয়তো অন্যত্র নিহিত। সবগুলো ছাত্র সংগঠন যেখানে বারংবার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছে সেখানে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে কেন বলতে হয় যে, দু'টি ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রধারীদের মধ্যে গোলাগুলী হয়? এটা সত্যিই রহস্যময়। এই রহস্য ভেদ করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র পরিবেশ ফিরিয়ে আনা কোনো কালেই সম্ভব হবে না। গোলাগুলীর সাথে সন্ত্রাসের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের কোনো না কোনো অংশের কোনই সম্পর্ক নেই— একথা বোধ হয় আর বলা যাবে না। কাজেই, ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দের সন্ত্রাস-বিরোধী বক্তব্য প্রতিটি সন্ত্রাসী তৎপরতাকালে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

এছাড়া শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক প্রত্যেকের বক্তব্যই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনায়। সর্বোপরি ক্যাম্পাসে মোতায়েন পুলিশের অস্তিত্বকেও চ্যালেঞ্জ করে থাকে ছাত্র সংগঠনসমূহের অস্ত্রধারীরা। গত শুক্রবারের সন্ত্রাস চলাকালেও এটা লক্ষ্য করা গেছে। এরপর ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা আর না করার মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ থাকে না। এছাড়া, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক— সকলের উচিত এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, নতুবা সন্ত্রাস সম্পর্কে যে কোনো বক্তব্য রাখা থেকে বিরত থাকা। কারণ, একদিকে, সকল মহল থেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভাল ভাল সব কথা বলা হবে এবং অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে থেকে কেঁপে উঠবে সন্ত্রাসীদের গোলাগুলীতে, ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হবে ক্যাম্পাসের পবিত্র অঙ্গন— এটা কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। আমরা মনে করি, এখনও সময় আছে— সকল ছাত্র সংগঠনের, সকল শিক্ষক-অভিভাবক, রাজনৈতিক ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের স্ব স্ব ভূমিকার পুনর্মূল্যায়নের এবং তার প্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সত্যিকার কল্যাণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের।